ভারতীয় ট্রাক যেভাবে হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশী

মামুন রহমান, *যশোর থেকে*

৫ ডিসেম্বর সকালে ঘুম থেকে উঠেই বেনাপোল বন্দরের গাঘেঁষে অবস্থিত ছোট আঁচড়া গ্রামের বাসিন্দারা কিছুটা হোচট খান। তারা দেখতে পান বেশ ক'দিন আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ভারতীয় ট্রাক হঠাৎ করেই বাংলাদেশী হয়ে গেছে।

বাংলাদেশী নম্বর প্লেট লাগিয়ে বেশ কয়েকজন লোক তাতে নতুন করে রঙ করছে। বিষয়টি এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় বিডিআর'এর কানেও। ঘটনা জানতে পেরে সেখানে গিয়ে হাজির হন নায়েক সুবেদার শফিউদ্দিন। তার উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় রঙ করার কাজে নিয়োজিত লোকজন। বিডিআর আটক করে ট্রাকটি। ভেস্তে যায় ভারতীয় ট্রাক পাচারকারীচক্রের একটি অপচেষ্টা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, পাচারকারী চক্র এবার ব্যর্থ হলেও তারা এভাবে প্রতিনিয়ত ভারতীয় ট্রাক পাচার করছে এবং করেছে। এভাবে তারা অবৈধভাবে হয়েছে লাখ লাখ টাকার মালিক। পুলিশ, বন্দর এবং কাস্টমসের একশ্রেণীর লোকজন এ চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকায় ট্রাক জালিয়াতিতে তাদের কোনো সমস্যায় পড়তে হয় না। এভাবে কতো ভারতীয় ট্রাক যে বাংলাদেশী হয়ে গেছে তার কোনো হিসাব নেই। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ইতিপূর্বে মাসে অন্তত ১০টি করে ভারতীয় ট্রাক বাংলাদেশী হয়ে গেছে এবং বর্তমানে তা রাস্তায় চলাচলও করছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ একটু সচ্ছতার সঙ্গে তৎপর হলেই এমন অনেক ট্রাক ধরা পড়বে।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, বেনাপোলের বেশ কয়েকটি চক্র এ কাজের সঙ্গে জড়িত। এদের অনেকে সিএন্ডএফ এজেন্ট ব্যবসাও করে। এ চক্রের ওপারেও এজেন্ট রয়েছে। ওপারের সদস্যরা প্রথমে কমমূল্যে রিকন্ডিশন ট্রাক কেনে। তারপর ঐ ট্রাকে করে বয়ে আনা হয় আমদানিকৃত পণ্য। তবে শরুতেই ঐ ট্রাকের প্রকৃত নম্বর, প্লেট খুলে সেখানে লাগানো হয় ভুয়া নম্বর, প্লেট। ওপারে কাস্টমসসহ সংশ্লিষ্টদের খাতাপত্রে ঐ ভুয়া নম্বর, প্লেটই লিপিবদ্ধ থাকে। যে কারণে পাচারকারীদের কোনো সমস্যা হয় না। কারণ দীর্ঘদিন পরেও যখন ট্রাকগুলো ওপারে ফিরে না যায় তখন এপারে তো বটেই, ওপারেও ঐ নম্বরের কোনো ট্রাক পাওয়া যায় না। যে কারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আর এগুতে পারে না। এদিকে এপারে আসার সময় ঐ ট্রাকগুলোর নম্বর কার্গো শাখায় এন্ট্রি করা হয় না। যে কারণে ট্রাকগুলো খুব সহজে 'হজম' করা সম্ভব হয়। পণ্য খালাসের পরপরই তাতে সেঁটে দেয়া হয় বাংলাদেশী নম্বর, প্লেট। যা আগ থেকেই প্রস্তুত করা থাকে। এরপর ঐ ট্রাক নিয়ে যাওয়া হয় রঙ মিস্ত্রীদের কাছে। তারপর কিছু যন্ত্রাংশ ও ফিটনেসে পরিবর্তন করে নতুন করে রঙ করা হয়। এরপর তুলে দেয়া হয় ক্রেতার হাতে। এভাবে ভারতীয় ট্রাক বাংলাদেশী বানানোর জন্যে আরেকটি কাজ করা হচ্ছে খুব সূক্ষ্মভাবে। আর তাহলো ব্লু'বুক তৈরি। জালিয়াতচক্র ঢাকা, ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া বিআরটিএ থেকে নকল ব্লু'বুকগুলো সংগ্রহ করে থাকে। ঢাকা বিআরটিএ-১৪ এবং ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া বিআরটিএ থেকে ১১ সিরিয়ালের ব্লু'বুক দেয়া হয়। গত ৫ ডিসেম্বর বেনাপোলে যে ভারতীয় ট্রাকটি আটক করা হয়েছে তার নম্বর ছিল কুষ্টিয়া-ট-১১-০৩৬৭। বিআরটিএর সঙ্গে জড়িত একটি চক্র ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা নিয়ে থাকে এ ধরনের একটি ব্লু'বুক তৈরি করে দিতে। এ টাকাও বিভিন্ন মাধ্যমে বন্টন হয়। যে কারণে বিআরটিএর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের জালিয়াতি নিয়েও কোনো হইচই হয় না। অপরদিকে বেনাপোলের ট্রাক জালিয়াতির মূল হোতারাও অর্থ খরচ করে থাকে পুলিশ, ট্রাফিক, কাস্টমস ও বন্দরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকের পেছনে। হিস্যা দেয়া হয় ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী অনেককেও। যে কারণ দীর্ঘদিন থেকে বড় ধরনের এ জালিয়াতি চলে আসলেও এর বিরুদ্ধে কেউ সোচ্চার হননি। এ সুযোগে ভারতীয় ট্রাক পাচারকারী চক্রগুলো হাতিয়ে নিয়েছে লাখ লাখ টাকা।

মাসে অন্তত ১০টি করে ভারতীয় ট্রাক বাংলাদেশী হয়ে গেছে

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ভারতীয় ট্রাক পাচার চক্রের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বড় দুটি ঘাঁটি রয়েছে ছোট আঁচড়া ও ভবের বেড় গ্রামে। তালসারিতেও রয়েছে আরেকটি চক্র। মূলত এরাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। এ চক্রের শীর্ষ দুজন ভবের বেড়ের জিয়া এবং আজিম। এরা সিএন্ডএফ এজেন্ট ব্যবসার সঙ্গেও জড়িত। তবে এরা এলাকায় ট্রাক পাচারকারী হিসেবে বেশি পরিচিত। এরা দু'জন প্রশাসনও ম্যানেজ করে থাকে। সূত্রমতে, বেনাপোলে কারা ট্রাক পাচারের সঙ্গে জড়িত তা প্রশাসনেরও নখদর্পণে। ওপার থেকে যে ট্রাক কেনা হয় তার টাকা পাঠানো হয় বেনাপোলের বেশ কয়েকটি মানিচেঞ্জারের মাধ্যমে। এ ছাড়া বেনাপোল চেকপোস্টে অবস্থিত নজরুল স্টোর, স্বর্ণালী এন্টারপ্রাইজ ও মিলন এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমেও ট্রাকের টাকা লেনদেন করা হয়। ওয়াকেবহাল অনেকেই বলেছেন, এরা 'দু'নম্বরী, কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। অথচ অবিশ্বাস্য মনে হলেও বেনাপোলে নিয়োজিত বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন অধিকাংশ সময় তাদের দোকানেই বসে থাকে। তাদের এ বসা নিয়েও বেনাপোলে অনেক কথা প্রচলিত আছে। সবার একটাই অভিযোগ, তারাও হিস্যা পেয়ে থাকেন। যে কারণে পাচারকারী চক্রকে মোটেই বেগ পেতে হয় না। আর এভাবেই অসংখ্য ভারতীয় ট্রাক বাংলাদেশী হয়ে গেছে এবং হচ্ছে।